৭/৫/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .... পৃষ্ঠা ..৭৭.. কলাম ..৩......

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়ম দেখার কি কেউ নেই?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহল ইতোমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করা শুরু করেছেন- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আদৌ টিকবে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান একদিকে যেমন নিম্নমুখী হচ্ছে, অন্যদিকে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অবস্থানে কোন ক্যাম্পাস না থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে এসে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে।

একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আটকে রেখে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করছে বলে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কয়েকদিন আগে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের নিচতলায় বেশকিছু ছাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ, হয়রানিসহ বহু অভিযোগ দায়ের করে। সরকারী জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল রেজিস্ট্রেশন কার্ড নবায়নের জন্য। সে এ কাজের জন্য দু'দিন এসেছে। সে জানাল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১২৫ টাকা চাঁদার রসিদসহ দরখাস্তটি এরজন্য সহকারী রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একই ভবনের চার তলায় কর্মরত 'শ' আদ্যাক্ষরের এক কর্মকর্তার কাছে পাঠান।

'শ' আদ্যাক্ষরের ওই কর্মকর্তা আজ কাজ হবে না বলে জানালে ছাত্রটি হতাশ হয়ে ফিরে আসতে চাইলে এমন সময় একই কক্ষের 'ম' আদ্যাক্ষরের এক কর্মচারী এসে তাকে বলেন, ভাই উনাকে ('শ' আদ্যাক্ষরের ঐ কর্মকর্তাকে) চা-পানের ব্যবস্থা করেন, তাহলেই হয়ে যাবে। তিনি ছাত্রটির কাছে তিনশ' টাকা দাবী করেন। অবশেষে একশ' টাকায় রফা হলে তিনি 'শ' আদ্যাক্ষরের ওই কর্মকর্তার কাছে গিয়ে কানে কানে কিছু বললে তিনি ছাত্রটির ফরম খুঁজে বের করে সই করে দেন। ছাত্রটি জানায়, এরপর নিচে এসে পূর্বে উল্লিখিত সহকারী রেজিস্ট্রারের কাছে সই নিতে গেলে তার সহকারীও একইভাবে আরও একশ' টাকা আদায় করে নেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রেজিস্ট্রেশন কার্ডের দ্বি-নকল ও নবায়ন করার জন্য আসা আরও বহু ছাত্র ভুক্তভোগী হিসাবে এই ঘটনার সত্যতার সাক্ষী দেয়। তারা জানায়, এই উৎকোচ গ্রহণ এতটাই প্রকাশ্যে চলে যাতে মনে হয়, বিষয়টি শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে নয় বরং সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছাত্রছাত্রীরা জানায়, শুধু রেজিস্ট্রেশন শাখাই নয়, বরং প্রবেশপত্র, মার্কশীট, সাময়িক সদনপত্র, সনদপত্র, ইত্যাদি কিম্বা এসবের দ্বি-নকল তোলার ক্ষেত্রেও একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাত্রদের হয়রানি করে টাকা আদায় করে থাকে। কার্যত সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস হওয়ায় দূর-দূরান্তের ছাত্রছাত্রীরা থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় এসব দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বেচ্ছাচারী আচরণ মুখ বুঁজে সহ্য করে আসছে দীর্ঘদিন। অন্যদিকে কখনো কোন ছাত্র প্রতিবাদ করলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শক্তিশালী ইউনিয়ন এবং তাদের পাণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির স্বার্থে এইসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবিলম্বে বিচার হওয়া প্রয়োজন বলেও ছাত্ররা মনে করে।

❑ হাসান মেহেদী